JUL 1 1 20[illegible]

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

বেগমগঞ্জে বেসরকারী বৃত্তি পরীক্ষাগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে ভূমিকা রাখছে

সাইফুল্যাহ কামরুল ॥ দেশের সর্ববৃহৎ উপজেলা বেগমগঞ্জে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে ১২টিরও অধিক বেসরকারী মেধা বৃত্তি পরীক্ষা অনন্য ভূমিকা পালন করছে। ৮০'র দশক থেকে আবুল খায়ের স্মৃতি ফাউন্ডেশন নোয়াখালীর ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ ও বিশিষ্ট শিল্পপতি মরহুম আবুল খায়ের স্মৃতি জিইয়ে রাখার প্রত্যয় নিয়ে শুরু করে আবুল খায়ের স্মৃতি বৃত্তি। যা বৃহত্তর নোয়াখালীতে একটি মডেলস্বরূপ। এরপর থেকেই অপর শিল্পপতি মফিজ উল্যা জীবিত অবস্থায় তার নিজের এলাকায় অনুরূপ একটি বৃত্তি চালু করেন। তার মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য সন্তানরা মফিজ উল্যা স্মৃতি ফাউন্ডেশন নাম দিয়ে বৃত্তিটির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। এর পাশাপাশি নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নোয়াখালী ফাউন্ডেশন বৃত্তি পরীক্ষা, মরহুম শিল্পপতি হুমায়ুন জহিরের স্মরণে হুমায়ুন জহির স্মৃতি বৃত্তি, দুর্গাপুর স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার ফান্ডের উদ্যোগে চন্দ্রনাথ বনিক স্মৃতি বৃত্তি, রূপসা শিল্প গ্রুপের পরিচালনায় রূপসা ফাউন্ডেশন বৃত্তি, জমিদারহাট স্পন্দন সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে স্পন্দন ফাউন্ডেশন বৃত্তি, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বেগমগঞ্জ উপজেলা (দঃ) পরিচালিত শহীদ হাবিব উল্যাহ স্মৃতি বৃত্তি, বজরা উইনার ক্লাব পরিচালিত মনোয়ার স্মৃতি বৃত্তি, কাজির হাটে সাহিত্য নিকেতন ফাউন্ডেশন বৃত্তি ও শহীদ আলী করিম ফাউন্ডেশন বৃত্তি উল্লেখযোগ্য। উক্ত বেসরকারী বৃত্তিগুলোতে বেগমগঞ্জের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডার গার্টেন স্কুলের [illegible] প্রথম শ্রেণীর এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। বৃত্তি পরীক্ষাগুলোকে সামনে রেখে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে বছরের শেষদিকে ব্যাপক প্রস্তুতির সাড়া লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রতিযোগিতা লেগে যায়। ফলে একদিকে নকল প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী হচ্ছে। এতে করে এ অঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান বাড়বে বৈ কমবে না।

এ সুযোগে একশ্রেণীর প্রতারক বৃত্তি প্রদানের নাম করে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে প্রচুর অর্থ। বেগমগঞ্জ উন্নয়ন সমিতি নাম দিয়ে জনৈক আমিরুল ইসলাম হারুনসহ কতিপয় দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি একটি বৃত্তির আয়োজন করে। দৈনিক ইত্তেফাক সূত্রে জানা যায়, উক্ত প্রতারকরা নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির নাম দিয়ে পরীক্ষার ফি আদায় করে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়। যথারীতি পরীক্ষা নেয়। কিন্তু ফলাফল প্রকাশ করেনি। জাতীয় সংবাদপত্রে প্রতারক দলের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হলে জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো তা তদন্ত করে। আজ পর্যন্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তির টাকা ও সনদ প্রদান করা হয়নি। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে দৈনিক ইনকিলাবে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রতারকদের কারণে যেমনিভাবে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতারিত হচ্ছে, তেমনি শিক্ষার বিকাশ হচ্ছে বাধাগ্রস্ত।